সকল প্রশংসা আল্লাহর, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুল, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবাগণ ও তাঁর মিত্রদের প্রতি, তারপর:

আমাদের সত্যনিষ্ঠ দ্বীন প্রতিটি মানুষকে সকল বিষয় ও অবস্থায় উত্তম চরিত্রের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে ও মন্দ চরিত্র থেকে সতর্ক করেছে। তেমনিভাবে কিছু বিশেষ মানুষকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ কিছু শিষ্টাচার গ্রহণ করতে বলেছে। যেমন, তালিবুল ইলমের আদব, কুরআন বাহকের আদব, কাজীর আদব, মুফতি ও ফতোয়া জিজ্ঞাসাকারীর আদব.......। সুতরাং হে আল্লাহর পথের মুজাহিদ! আপনাকেও বিশেষ কিছু উত্তম স্বভাব ও শিষ্টাচার গ্রহণ করতে হবে, যা অন্যের চেয়ে আপনার নিকট বেশী কাম্য। কারণ আপনি এক মহান ইবাদতে লিপ্ত রয়েছেন, গোটা উম্মাহর চিন্তা বহন করছেন। আর অন্যদের প্রতি যেভাবে দৃষ্টি দেয়া হয় আপনার প্রতি সেভাবে দৃষ্টি দেয়া হয় না। তাই আপনাকে প্রতিটি বিষয়ে সকলের জন্য আদর্শ হতে হবে।

তাই আমরা আপনার কিছু ভাই - যারা আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি - এ ধারাবাহিক পর্বসমূহে গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু উত্তম চরিত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যার শোভা গ্রহণ করা আপনার জন্য কল্যাণকর হবে এবং আপনাকে এমন কিছু মন্দ আচরণ থেকে সতর্ক করব যা বর্তমানে মুজাহিদদের সারিতে বিদ্যমান আর কোন জিহাদের ময়দানই কখনও তা থেকে মুক্ত ছিল না কিন্তু একজন মুজাহিদ হিসেবে তা আপনার উপযোগী নয়, যাতে করে আপনি যথাসম্ভব সংশোধন করতে পারেন এবং যা থেকে সতর্ক হওয়া আবশ্যক তা থেকে সতর্ক হতে পারেন, যেন আপনি আপনার রবকে সন্তুষ্ট করতে পারেন অতঃপর যেন আপনি আপনার ইসলামী খিলাফাহ'র সম্মান রক্ষা করতে পারেন যার প্রতিনিধিত্ব আপনি করছেন।

ভাই! সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আদব আপনাকে গ্রহণ করতে হবে তা হল, জিহাদের ক্ষেত্রে নিয়তকে আল্লাহর জন্য খালেস করা ও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা। কোন পার্থিব বিনিময় বা হিসসা কামনা না করা। মুজাহিদ ভাইয়ের ইখলাস অর্জিত হবে জিহাদের ক্ষেত্রে শরয়ী বিষয়সমূহের নিয়ত করার দ্বারা। যেমন, আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা, জুলুম প্রতিহত করা, বন্দীদের মুক্ত করা, দ্বীনের মর্যাদা রক্ষা করা, শাহাদাত অর্জন করা ইত্যাদি নেক নিয়তসমূহ। তেমনিভাবে মুজাহিদের ইখলাস ভঙ্গ হয়ে যাবে ও সে রিয়ার অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে যদি তার নিয়ত ভিন্ন হয়। যেমন, গনীমাহ, সুখ্যাতি, বড়াই, নেতৃত্ব, পদ, কর্তৃত্ব ইত্যাদি মন্দ নিয়তসমূহ। আমরা এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই!!

সহিহাইনে (বুখারী এবং মুসলিম) আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, একজন লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে বলল, কোন লোক গনীমাহ'র জন্য লড়াই করে, অপরজন সুনামের জন্য লড়াই করে, অন্যজন নিজের অবস্থান দেখাতে লড়াই করে তাদের মাঝে কে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে? তিনি বললেন, "যে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে।" অপর বর্ণনায় এসেছে, লোকটি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞাসা করল যে, আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করার অর্থ কী? কারণ আমাদের কেউ তো ক্রোধবশতঃ লড়াই করে এবং অহমিকাবশতঃ লড়াই করে। তখন তিনি বললেন, "যে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে।"

হে দ্বীনী ভাই! জেনে রাখুন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মাঝে নিয়ত খালেস করার উত্তম পরিণতি ও ফলাফল অগণিত, অপরিসীম। নীচে উদাহরণস্বরূপ কিছু উল্লেখ করা গেল:

১. আমল কবুল হওয়া:

জিহাদ একটি ইবাদত। তাই তা কবুল হওয়ার জন্য ইখলাসের শর্ত জরুরী। ইবাদত কিছুতেই কবুল করা হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহর জন্য খালেস হয়। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন, {তাদেরকে তো আদেশ করা হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে, একনিষ্ঠ অবস্থায় দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেস করে...} [বায়্যিনাহ: ৫]

আবু উমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, এক জন লোক আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে বলল, বলুন তো! একজন লোক সুনাম ও প্রতিদান উভয়ের আশায় যুদ্ধে বের হয়েছে সে কী পাবে? তিনি বললেন, "সে কিছুই পাবে না।" তখন লোকটি পুনরায় তিনবার তাকে জিজ্ঞাসা করল প্রতিবারই আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "সে কিছুই পাবে না।" অতঃপর তিনি বললেন, "আল্লাহ সে আমলই কবুল করেন যা তাঁর জন্য খালেস হয় ও তারা দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়।" আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, ইরাকী ও মুনযিরী তাকে হাসান বলেছেন।

ইবনুল কায়্যিম বলেন, "আমল চার প্রকার, এক প্রকার আমল গ্রহণযোগ্য আর বাকি তিন প্রকারই প্রত্যাখ্যাত। গ্রহণযোগ্য আমল হল যা একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস হয় ও সুন্নাহ অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যাখ্যাত আমল হল যার মাঝে এ দুটি গুনের একটি থাকে না কিংবা কোনটিই থাকে না।" [ইলামুল মুওয়াক্কিইন আন রাব্বিল আলামীন]

২. তাওফিক ও সৎ পথপ্রাপ্ত হওয়া:

আল্লাহ তাআলা বলেন, {আর যারা জিহাদ করবে আমার পথে আমি তাদেরকে প্রদর্শন করব আমার পথসমূহ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।} [আনকাবূত: ৬৯] তো আয়াতে প্রথমতঃ জিহাদের পথ নির্ধারণ করা হয়েছে {যারা জিহাদ করবে আমার পথে} আল্লাহ তাআলা শুধু এ কথা বলেন নি {যারা জিহাদ করবে} বরং যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে হিদায়াত আসবে তার বর্ণনা আল্লাহ এভাবে দিয়েছেন {আমার পথে} অর্থাৎ তা হচ্ছে তাঁর জন্য খালেস প্রচেষ্টা।

সা'দী এ আয়াতের টীকায় বলেন, "এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সঠিক মত প্রাপ্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত হচ্ছেন মুজাহিদগণ। আর যে তার আদিষ্ট বিষয় সুচারুরূপে সম্পাদন করবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন ও তার জন্য হিদায়াতের পথ সহজ করে দেবেন।" [তাইসীরুল কারিমির রহমান ফি তাফসীরী কালামিল মান্নান]

৩. জান্নাতে প্রবেশ করা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, {আল্লাহর মুখলিস বান্দাগণ ব্যতীত, তাদের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট রিযিক অর্থাৎ বিভিন্ন ফল-ফলাদি এমন অবস্থায় যে তারা সম্মানিত, নিয়ামতের বাগ-বাগিচা সমূহে} [সাফফাত: ৪০ - ৪৩] কুফা ও মদীনাবাসীগণ আয়াতের {الْمُخْلَصِينَ} শব্দে লামে যবর দিয়ে পড়েছেন। যার অর্থ, যাদেরকে আল্লাহ তাঁর আনুগত্য ও তাওহীদের জন্য খালেস করেছেন। আর অন্যান্যরা লামে যের দিয়ে পড়েছেন। যার অর্থ, যারা আল্লাহর জন্য ইবাদত ও তাওহীদকে খালেস করেছে।
[শাওকানীর ফাতহুল কাদীর আল জামে' বাইনা ফান্নাইর রিওয়ায়াহ ওয়াদ দিরায়াহ মিন ইলমিত তাফসীর]

৪. শয়তানের চক্রান্ত থেকে সুরক্ষিত থাকা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, {সে বলল, হে আমার রব! যেহেতু আপনি আমাকে ভ্রষ্ট করেছেন সেহেতু আমি তাদের জন্য জমিনে সুসজ্জিত করে দেব এবং তাদের সকলকে ভ্রষ্ট করব তবে তাদের মধ্য থেকে আপনার একনিষ্ঠ কৃত বান্দাদের ব্যতীত} [হিজর: ৩৯, ৪০] তেমনিভাবে আল্লাহ তাঁর মহান সত্যবাদী নবী ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেছেন, {এমনি ভাবে যাতে আমি প্রতিহত করতে পারি তার থেকে মন্দ ও অশ্লীলতাকে। নিশ্চয়ই সে আমার একনিষ্ঠ কৃত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।} [ইউসুফ: ২৪]

৫. সাহায্য ও ক্ষমতা প্রদানের কারণ:

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা এই উম্মাহকে তাদের দুর্বলদের দ্বারা সহায়তা করেন, তাদের দুআ, সালাত ও ইখলাসের দ্বারা।" [নাসাঈ এটিকে সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন, আর তার মূল অর্থ বুখারীতে রয়েছে]

মুনযিরী বলেন, "এর অর্থ হল দুর্বলদের অন্তর দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে তাদের ইবাদত ও দুআ অধিক ইখলাসপূর্ণ। আর তারা একটি মাত্র বিষয়কেই তাদের চিন্তার বিষয় বানিয়ে নিয়েছে তাই তাদের দুআ কবুল হয়েছে ও তাদের আমল পবিত্র হয়েছে।" [শামসুল হক আবাদীর আউনুল মা'বুদ শারহু সুনানি আবি দাউদ]

সুতরাং হে লোক সকল! যারা আজ দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ক্রুসেডার জোটের বিরুদ্ধে সাহায্যের অপেক্ষা করছেন, আপনারা ইখলাসকে আঁকড়ে ধরুন, ইখলাসকে আঁকড়ে ধরুন। কারণ তার মাঝেই রয়েছে মুক্তি বি-ইদনিল্লাহ।

৬. স্বস্তি লাভ, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি অর্জন ও বিপদে সাহায্যের অবতরণ:

আপনি হয়ত আশ্চর্য হবেন যদি জানেন যে আল্লাহ ইখলাসের মাধ্যমে মুশরিককেও সহায়তা করেন যদি সে সামান্য ইখলাস অবলম্বন করে, অথচ সে মুশরিক!! তো মুমিনের ব্যাপারে আপনার কী ধারনা? আল্লাহ তাআলা বলেন, {যখন বেষ্টন করে তাদেরকে মেঘের মত ঢেউ তখন তারা আল্লাহকে ডাকে দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেস

করে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে মুক্তি দিয়ে পৌঁছে দেন তীরে তখন তাদের কেউ কেউ মধ্যপথ অবলম্বী হয়। আর আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে শুধু বিশ্বাসঘাতক ও কাফিররাই} [লোকমান: ৩২]

সুতরাং হে আল্লাহর রাস্তায় লড়াইয়ে লিপ্ত যোদ্ধাগণ! হে সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত মুরাবিতগণ! হে খিলাফাহ'র সকল সৈনিকগণ! নিয়তকে খালেস ও পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করুন। কারণ তাতেই রয়েছে আসন্ন মুক্তি ইনশাআল্লাহ।

৭. প্রশান্তি ও ঈমানের সাকীনা অনুভব:

আল্লাহ তাআলা বলেন, {আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন মুমিনদের প্রতি যখন তারা বাইয়াহ দিয়েছে আপনাকে বৃক্ষের নীচে তখন তিনি জেনে নিলেন তাদের অন্তরে যা আছে। তাই তাদের উপর সাকীনা নাযিল করলেন ও দান করলেন তাদেরকে নিকটবর্তী বিজয়।} [ফাতহ: ১৮] তাবারী তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন, "তাঁর এ কথা {তখন তিনি জেনে নিলেন তাদের অন্তরে যা আছে} অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে মুহাম্মাদ! যখন আপনার মুমিন সাথীবর্গ বৃক্ষের নীচে আপনার নিকট বাইয়াহ দিয়েছে তখন তিনি জেনে নিয়েছেন তাদের অন্তরে যা রয়েছে অর্থাৎ সত্য নিয়ত, আপনার কাছে যে বিষয়ে বাইয়াহবদ্ধ হচ্ছে তা পূরণ করা ও আপনার সাথে ধৈর্য ধারণের ইচ্ছা। তিনি বলেন,

তাই তিনি অবতীর্ণ করলেন প্রশান্তি, আল্লাহ তাদেরকে যে সত্যের পথ দান করেছেন তার প্রতি তাদের উত্তম দূরদর্শিতা ও তাদের দ্বীনের উপর অবিচলতা।"

ইবনে নুহাস তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন, "{তখন তিনি জেনে নিলেন তাদের অন্তরে যা আছে} অর্থাৎ যে ইখলাস রয়েছে।"

এ আয়াত প্রমাণ করে যে আল্লাহ আখিরাতের প্রতিদান ছাড়াও জিহাদের ক্ষেত্রে মুখলিসকে দুনিয়াতে বিজয়, ইবাদতে সাহায্য, ঈমান দৃঢ় করা ও অন্যান্য প্রতিদান দান করেন।

হে আল্লাহ আমাদেরকে কথা ও কাজে ইখলাস দান করুন।